হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কবে আসবেন?

মুসলিম জাহান আজ নানা বলয়ে বিভক্ত। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্তর্ধানের পর মুসলমানদের মধ্যে ঐশী খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। আর রাসূল করীম (সা.) এর-ই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ খিলাফত ব্যবস্থার সমাপ্তি হয়ে যুলুম অত্যাচারের রাজত্ব চলেছে তার পর আবার পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসার কথা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের মাধ্যমে। অনেকেই মনে করেন যে, আমরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সবই পালন করছি ও মানছি তাহলে আবার ইমাম মাহদী আসার কী প্রয়োজন আছে? আবার উম্মতের বেশির ভাগ লোকই হযরত ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় দিন গুণছেন? ইতিমধ্যে অনেক পীর, মাওলানাগণ ইমাম মাহদীর আগমনের দিন তারিখও উল্লেখ করেগেছেন কিন্তু এখনও ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ জানাচ্ছেন না কেন? হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের অপেক্ষায় মানুষ দিন গুনছে অনেককাল ধরে। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) নতুন কেউ নন। তাঁর আগমনের কথা আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেই হযরত রাসূলে করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ইমাম মাহদীর যখন আগমণ হবে তখন যেন অবশ্যই তাঁর হাতে বয়াত করি। এখন প্রশ্ন হলো তিনি কখন আসবেন?

প্রখ্যত গ্রন্থকার সৈয়দ আবুল খায়ের নুরুল হাসান রচিত গ্রন্থ 'ইকতারাবুস সায়াতে' যা তিনি ১৩০৯ হিজরীতে রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের ২২১ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন- "মাহদী (আ.) এই শতাব্দীতেই যাহির হবেন"।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর উহার সন্নিহিতগণ, তারপর উহার সন্নিহিতগণ, অতপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে। (নিসাই ও মিশকাত, বাব মুনাকেব সাহাবা)।

হযরত রাসূল করীম (সা.) এর সোনালী যুগ তিনশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে এক হাজার বছর পরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব হওয়ার কথা।

অপর একটি হাদীসে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের নিদর্শনগুলো প্রকাশের কথা আরও কিছু পূর্বে শুরু হবে বলে উল্লেখ রয়েছে, যেমন- হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সেই লক্ষণগুলো ২০০ বছর পরে দেখা দেবে, যা হাজার বছর পরে আসবে" (মিশকাত)। এই হাদীসের সমর্থনে আল্লামা হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) মিশকাত শরীফের শরাহ মিরকাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন " সেই দুইশত বছর পরে, যা হাজার বছর পর আসবে, তখনই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর যাহির হওয়ার সময়" (মিরকাহ, শরহে মিশকাত)।

রাসূল করীম (সা.)এর হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইসলামের প্রথম তিনশত বছর ইসলামের প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম যুগ। অতপর যদিও ধারবাহিক ভাবে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারক আবির্ভূত হতে থাকবেন তারপরও পরবর্তী এক হাজার বছরে শরীয়ত আল্লাহর দিকে উঠে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) এর তিনশ' বছরের পর চতুর্থ শতাব্দী থেকে ক্রমাবনতির ধারায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইসলাম আল্লাহর দিকে উঠে যাবে আর পৃথিবীতে ইসলাম শুধু নামে মাত্র থাকবে, ইসলামের চরম অধ:পতন ঘটবে। ইসলামের এই অধ:পতন থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতেই পাঠাবেন।

বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন হওয়ার কথা ১২০০ হিজরী সনের পরে। কিন্তু ১২শ' হিজরী পার হয়ে বর্তমান ১৫শ' হিজরী শতাব্দী চলছে। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন যদি এখনও না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর আসার সময় কখন? এবার চলুন দেখা যাক হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব সম্পর্কে বিশিষ্ট বুযর্গ ও আলেম সাহেবানরা কি মত পেশ করেছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর আবির্ভাব সম্পর্কে উম্মতের প্রখ্যাত আলেমদের মতামতঃ

* আলহাজ্জ মওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সি রচিত 'পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (রঃ)' যা ১৯৮৪ইং সালে *দি তাজ পাবলিশিং হাউস*, ৭/বি, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১ কতৃক প্রকাশিত হয়। আলহাজ্জ মওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সি উক্ত পুস্তকের এক অংশে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে বলেন- "এই উপমহাদেশের বিখ্যাত অলী হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ কাশ্মিরী (র.) তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করেছেন যে- ১৩৮০ হিজরী সালে ইমাম মাহদী জন্ম গ্রহণ করিবেন

এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে আত্মপ্রকাশ করিবেন। এই হিসাব অনুসারে ইমাম মাহদী ১৪২০ হিজরী সালে আত্মপ্রকাশ করিবেন। সুতরাং তাঁহার প্রকাশ পাওয়ার মাত্র বিশ বৎসর বাকী রহিয়াছে।" (পৃষ্ঠাঃ ১৬-১৭)

আলহাজ্জ মওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সির হিসাব অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর আবির্ভাব হওয়ার কথা ২০০৪ সালে। কারণ ১৯৮৪ সালে তিনি ঘোষনা দিয়েছেন আর মাত্র বিশ বৎসর বাকী আছে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আগমনের সময়। তাহলে বর্তমান কত সাল চলছে?

আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগে বোখারার অধিবাসী ধর্মীয় নেতা শাহ নেয়ামত উল্লাহ (রহ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ইমাম মাহদী (আ.) হিজরী ১৩৮০ সনের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

* মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে প্রকাশিত (হিজরী ১৩০৫) হযরত আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী প্রণীত কিতাব **'আল ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির'** গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ১৬০ পৃষ্ঠায় তিনি এ মত প্রকাশ করেছেন যে, মাহদী (আ.) ১২৫৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করবেন।

* দ্বাদশ হিজরীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) তাঁর মূল্যবান কিতাব **'তাফহিমাতে ইলাহিয়াত'** প্রকাশকাল ১৩৫৫ হিজরী। উক্ত গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন- "মহাপ্রতাপশালী আমার প্রভূ আমাকে জানিয়েছেন যে, কেয়ামত অতি নিকটবর্তি এবং হযরত মাহদী (আ.) প্রকাশ হবার জন্য প্রস্তুত"।

* মৌলভী নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **'হেজাজুল কেরামাহ ফি আসারে কাদীমা'** গ্রন্থে তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বহু গন্যমান্য আলেমদের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ মন্তব্য এভাবে বর্ণনা করেছেন- "আমি বড় মজবুত সুত্রসমূহ মিলিয়ে দেখছি যে, নিশ্চয় তিনি (হযরত ইমাম মাহদী আ.) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হবেন" (পৃষ্ঠা-৩৯৫)।

* পাক ভারতের খ্যতনামা আলেম সৈয়দ আব্দুল হাই (রহ.) তাঁর লিখিত পুস্তক **'হাদীসুল গাসীয়া'** গ্রন্থে লিখেছেন- "চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব অনেকটা সুনিশ্চিত। যেহেতু মাহদী (আ.) সম্পর্কিত সকল নিদর্শনাবলী প্রকাশ হয়ে গেছে"।

* জনাব খাজা হাসান নিযামী পাক ভারতের বিখ্যত সুফি ও সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর আগমন সম্পর্কে **'কিতাবুল আমর ইয়ানী মাহদীর আনসার ও ফরায়েয'** নামে একটি গুরূত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন- "মাহদী (আ.)এর যুগ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী।" তাছাড়া তিনি একবার আরব দেশ ভ্রমণ করে লিখলেন- "আরবের মশায়েখ ও উলামায়ে কেরাম সবাই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর অপেক্ষা করছেন। এমন কি শেখ সানসীর এক খলীফা এতদুর বলে ফেললেন যে, হিজরী ১৩৩০-এ মাহদী (আ.) যাহির হয়ে পড়বেন" (পত্রিকা 'আহলে হাদীস', ২৬ জানুয়ারী, ১৯১২ইং)।

* প্রখ্যাত গ্রন্থকার সৈয়দ আবুল খায়ের নুরুল হাসান রচিত গ্রন্থ **'ইকতারাবুস সায়াতে'** যা তিনি ১৩০৯ হিজরীতে রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের ২২১ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন- "মাহদী (আ.) এই শতাব্দীতেই যাহির হবেন"।

* দ্বাদশ হিজরীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) তাঁর নিজ সন্তানদের নসিহত এভাবে করেগেছেন যে, "হযরত ইমাম মাহদী (আ.) যদি আমার জীবিত অবস্থায় আসেন, তাহলে আমি সর্ব প্রথম তাঁকে হযরত রাসূলে করীম (সা.) এর সালাম জানাবো আর আমার মৃত্যুর পরে যদি তিনি আগমন করেন, তবে আমার সন্তানদের উচিৎ হবে তাঁকে গ্রহণ করে মুহাম্মদী সেনাবাহিনীর দলে শামিল হওয়া" (মযমুয়া ওসায়া আরবায়া, পৃষ্ঠা-৪৭)।

* লুৎফর রহমান ফারুক রচিত **'ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ'** যা ২জুন ১৯৯৭ইং সালে *বই পরিচয়*, ৩৪ বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত। লেখক ভূমিকার শেষের দিকে উল্লেখ করেন- "ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ নামক পুস্তকখানি বিশ্ববাসীর জন্য রচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছি। যারা ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে তাদের জন্য অত্র পুস্তকখানি বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা পোষণ করছি। কারণ, ইমাম মাহদী আত্মগোপন করেছেন কিন্তু বর্তমানে হযরত ত্রাণকর্তা বা ঈছা (আ.)এর আত্মপ্রকাশ অত্যাসন্ন যা অত্র পুস্তকে লিখা আছে এবং তা অনুসরণ করলে তার মুক্তির আশা সে করতে পারে। তবে যারা বলছে যে, ইমাম মাহদীর আগমনের তো আরও অনেক দেরী আছে তাদের জন্য বলছি যে, তাদের হিসাব অবশ্যই সঠিক না। ধর্ম কাকে বলে বা ধর্ম কি? সঠিক বা বেঠিক কোন জিনিষ তা তাদের জানা নেই। নাপাকি আকিদা লয়ে বসে থেকেই ঐরূপ হিসাব নিকাশ করছে।" (ভূমিকা -৩,৪)

* দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল এর রিও

মহানগরীতে গত ৩ জুন হতে ১৪ জুন ১৯৯২ইং অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বের সরকার প্রধানদের মহা সম্মেলন। এই সম্মেলনে ঢাকাস্থ আজিমপুর দায়রা শরীফের পীর শাহ সুফি সৈয়দ দায়েমুল্লাহ সাহেবের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ নুরূল আলম জাতি সংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং মানব অধিকারের আন্তর্জাতিক সংস্থার মহা সচিব পদাধিকার বলে ব্রাজিলের রিওতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ১০জুন ১৯৯২ইং তিনি ভাষন প্রদান করেন যার বাংলা অনুবাদ করেন নিউইয়র্ক থেকে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও ভয়েস অব ওয়াল্ড সিটিজেন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক শ্রী যুক্ত বাবু এস গুপ্তা। জনাব মোহাম্মদ নুরূল আলম তার ভাষনে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন সম্পর্কে যে সময় উল্লেখ করেছেন তা 'THE '92 GLOBAL FORUM' নামে দায়রা শরীফ আজিমপুর ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৯২ সালে আর এর প্রকাশক মোহাম্মদ মনিরউদ্দিন (পরিচালক, অর্থ ও উন্নয়ন), দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ, খাদেম, খানকায়ে দায়েমীয়া, ছোট দায়রা শরীফ, ৪২/২ আজিমপুর। তিনি বলেন- পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ গবেষণা ও পর্যালচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থেই বিশেষ করে প্যাগান, হিন্দু, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, ঈশ্বর কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত একজন ত্রাণকর্তা আসবেন যিনি বিশ্বজনীন সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মানুষকে শান্তির জন্য আহ্বান করে সফলকাম হবেন। কুরআন হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে শাহ সুফি সৈয়দ দায়েমুল্লাহ সাহেব বলেন, ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল ছাড়াও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও সার্বজনীন এবং বিশ্বনেতার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি বলেছেন, মানবজাতির সভ্যতার অবসান হবে না যে পর্যন্ত না ইমাম মাহদী জন্ম গ্রহণ করেন। 'ইমাম উজ্জামান কি আমাদ' পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে- ইমাম মাহদী (আ.) তুরস্কের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর আগে জন্ম গ্রহণ করবেন। আমরা জানি যে, তুরস্কের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টের নাম ইসমাত ইনুনো। যিনি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, ইমাম মাহদী (আ.) ১৯৭২ সনের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, ইমাম মাহদী (আ.) হিজরী ১৪০০ সাল শেষ হওয়ার আগে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি এলমে লাদুন্নী অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। লোকদের বয়আত করার সময় তাঁর বয়স ৪০ বছর হবে।

আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগে বোখারার অধিবাসী ধর্মীয় নেতা শাহ নেয়ামত উল্লাহ (রহ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ইমাম মাহদী (আ.) হিজরী ১৩৮০ সনের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

বাগদাদ শরীফের বড় পীর গযরত সৈয়্যদ মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.) আগমন করবেন যা সত্যে পরিণত হয়েছে। আবার মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে 'আহমদ' নামে একজন বিশ্বনেতা বা সংস্কারকের আবির্ভাব হবে। হিজরী ১৫০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উক্ত ৪০০ শত বছর শেষ হবে। অতএব আশা করা যায় যে, হিজরী ১৫০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ২০০৬ সালের মধ্যে ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব অনিবার্য।

ফুরফুরা শরীফের নেতা শাহ সুফি আবুবকর সিদ্দীক মেদিনীপুর, নোয়াখালী-লক্ষীপুর প্রভৃতি স্থানের তরুণ বয়স্ক অনেকের কাছে বলে গেছেন, তাঁর পরবর্তী মোজাদ্দেদ হযরত মাহদী (আ.)। তাঁর সাথে এই তরুণদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে।

বাগদাদ শরীফের বড় পীর গযরত সৈয়্যদ মহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.) আগমন করবেন যা সত্যে পরিণত হয়েছে। আবার মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে 'আহমদ' নামে একজন বিশ্বনেতা বা সংস্কারকের আবির্ভাব হবে। হিজরী ১৫০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উক্ত ৪০০ শত বছর শেষ হবে। অতএব আশা করা যায় যে, হিজরী ১৫০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ২০০৬ সালের মধ্যে ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব অনিবার্য।

তিব্বতীয় অতিন্দ্রীয় ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি Dr. T.L Rampa তিব্বতীয় ধর্মীয় পৌরানিক তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে গবেষণামূলক এক থিসিস লেখেন। তার থিসিসের নাম Chapers Of Life তিনি তার এই গ্রন্থের ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে ২০০০ সালের শেষের দিকে (অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের দিকে) পৃথিবীতে একজন বিশ্ববরেণ্য অধ্যাত্মিক নেতার আবির্ভাব হবে। তাঁর অবির্ভাবে পৃথিবীর অবস্থার আমুল পরিবর্তন হবে। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বমানব গোষ্ঠী এক নতুন সভ্যতার যুগে প্রদার্পণ করবে। মানুষ

মানুষের সাথে এমন কি মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর সাথে দূরবর্তী স্থানে অবস্থানে করেও একে অপরের সাথে ভাবযোগে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবে। তাছাড়া আধ্যাত্মিক ও অতিন্দ্রীয় ক্ষমতার দ্বারা কখন কি হতে যাচ্ছে, তা অগ্রিম জানতে সক্ষম হবে। মোট কথা মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক পুনরোজ্জীবনের বিপ্লব ঘটবে।

উল্লেখিত বিশিষ্ট আলেমগণ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর আবির্ভাব সম্পর্কে তাদের পুস্তকে যা উল্লেখ করেছেন সে অনুযায়ী ইমাম মাহদী অনেক বছর পূর্বেই অবির্ভূত হওয়ার কথা ছিল তাহলে এখন তিনি কোথায়?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে মানার গুরুত্ব

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে মানার গুরূত্বও অনেক যেভাবে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন ঃ- "যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাও তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি তোমাদের খলীফা আল-মাহদী " (সুনানে ইবনে মাজাহ, বাব খুরুজুল মাহদী)।

অপর এক হাদীসে হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন ঃ- "অতঃপর আল্লাহ তাআলার খলীফা ইমাম মাহ্দী আসবেন, তোমরা তাঁর আগমনবার্তা শুনামাত্রই তাঁর নিকট হাজির হয়ে বয়আত করবে" (মিসবাহ, যুজাজা, হাসিয়া ইবনে মাজাহ্, বাব খুরুজুল মাহদী)।

এতদ্ব্যতীত, হযরত রাসূল করীম (সা.) তাঁর উম্মতকে ইমাম মাহ্দী (আ.) এর ওপর ঈমান আনতে এবং তাঁর নিকট সালাম পৌছানোর তাগিদ করে গেছেন, যেমন তিনি (সা.) বলেছেন ঃ- "তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইমাম মাহদীকে পাবে, তাঁর ওপর ঈমান আনবে এবং আমার সালাম পৌঁছে দিবে" (কানযুল উম্মাল)।

কুরআন হাদীস থেকে যা জানা যায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমন হবে সকল ধর্মের ওপর ইসলামকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে। তিনি হযরত রাসূল করীম (সা.) এর আদর্শ এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্ব মানবের কাছে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আসবেন না কারণ ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ শরীয়ত দাতা নবী তাঁর পরে আর কেই নতুন শরীয়ত নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করবেন না। ইমাম মাহদী (আ.) এসে তাঁর (সা.) কাজই পরিচালনা করবেন। ধর্মে যে সব বেদাত সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করবেন। তিনি (আ.) ইসলামের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। তাই ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে সাহায্য করা ও তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়াকে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য বলে হযরত রাসূল করীম (সা.) ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি (সা.) বলেছেন ঃ- "প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সর্বতোভাবে ওয়াজিব হবে ইমাম মাহ্দীর সাহায্য করা অথবা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া " (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদী)। আর আমরা যদি তাঁকে না মেনে মৃত্যু বরণ করি তাহলে অজ্ঞতার মৃত্যু হবে সে ব্যপারেও তিনি (সা.) আমাদের সাবধান করেছেন।

যেমন তিনি (সা.) বলেছেন ঃ- "যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের অর্থাৎ অজ্ঞতার মৃত্যুবরন করবে" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

তিনি (সা.) আরও বলেছেন ঃ "তাঁর আনুগত্য করা আমার আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা করা আমার অবাধ্যতা করা হবে" (বাহারুল অনোয়ার, ১৩ খন্ড, পৃষ্ঠা-৭, আল্লামা বাকের মজলিসি)। "যে ব্যক্তি মাহদীকে অস্বীকার করে সে কুফর করেছে" (হুজাজুল কেরামা, পৃষ্ঠা-৩৫১, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপাল)।

তাই বলছি, ইমাম মাহদীর জন্য অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার কথা তিনি যথা সময়ে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদীয়ান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর ঘোষণা দেন এবং ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ বয়আত পরিচালনা মাধ্যমে আহমদী মুসলিম জামা'তের সূচনা করেন আর তাঁর পবিত্র নাম হচ্ছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

তাঁর মৃত্যুর পর খলীফাতুল মসীহর নেতৃত্বে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ফলে আজ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপের ত্রিত্ববাদের দেশে-দেশে ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়তে শুরু করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড়বে আর তারা সবাই প্রতিশ্রুত মসীহর খলীফার অধীনে চলবে। একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ইমাম মাহদী (আ.) যেহেতু খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত আর আহমদীয়া খিলাফতও ঐশী খিলাফত তাই এর মাধ্যমেই সম্ভব সকল দল ও মতের লোকদের এক পতাকার তলে আনা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যদি আজ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে আহমদীয়া খলীফার দিক নির্দেশনায় চলে তাহলেই পৃথিবীতে পুণরায় শান্তি ফিরে আসবে। মহান খোদা তাআলা সকলকে যুগের অবস্থা লক্ষ করে ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা অনুধাবন করার এবং তাঁকে মেনে তাঁর জামাতে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মাহমুদ আহমদ সুমন